History Study Material

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-I

[HISTORY OF BANGLADESH FROM LIBERATION TO THE PRESENT DAY]

শহীদ দিবসের তাৎপর্য

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান শহীদ দিবস হিসাবে পরিচিত। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ও ঐতিহ্যবাহী দিন। বাঙালির জাতীয় জীবনের সকল চেতনার উৎস হচ্ছে এ দিনটি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক দিন এটি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন দিয়ে বাঙালি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঙালির রক্তঝরা এ দিনটিকে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সম্মান জানিয়েছে ভাষা শহীদদের প্রতি। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর শুধু আমাদের মাতৃভাষা দিবস নয়। প্রতি বছর 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সারা বিশ্বে পালিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষাভাষি পূর্ব পাকিস্তানের উপর জোরপূর্বক উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ একত্রিত হয়ে বাংলা ভাষাওকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে যার ফলে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে প্রথম এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সরকার সকল ধরনের গণ সমাবেশ ও প্রতিবাদ আন্দোলন বেআইনি ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা এই আইন অমান্য করে এবং ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করে। ঐদিন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগানে ঢাকার রাজপথ মুখরিত হয়। বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর তাবেদার পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে **বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিক** সহ আরও অনেকে নিহত হয়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা

Dumkal College

দেশে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়তে থাকে। এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশেষে কয়েক বৎসর ব্যাপী সংঘর্ষ চলার পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী মাথা নত করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন দিবস, একটি জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে শহীদ মিনার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি শুধুমাত্র মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালি তরুণদের সেদিনের আত্মদান শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমেই একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন ও অঙ্গীকার দানা বেঁধেছিল। সে স্বপ্নই স্বাধীনতাসংগ্রাম, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারপর আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির মিলেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি; দিবসটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও বটে। মাতৃভাষা বাংলার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে পৃথিবীর সব জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের বিষয়টি তাদের রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

Dumka College